



## 52876 - তারাবীর সালাতে মুক্তাদরি কুরআন বহন করা

### প্রশ্ন

তারাবীর সালাতে ইমামেরে পছেনে মুক্তাদরি কুরআন ধরে রাখা কি জায়যে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মুক্তাদরি জন্য উত্তম হচ্ছে- তা না করে চুপ থাকা এবং ইমামেরে কুরআন তলোওয়াত শোনা। শাইখ আব্দুল আজীজ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বাযরাহমিহুল্লাহকে প্রশ্ন করা হয়েছিলি: তারাবীর সালাতে মুক্তাদরি কুরআন বহনরে হুকুম কি?

তনি উত্তরে বলেন: “এর কোনে ভিত্তি আমার জানা নহে। আপাতদৃষ্টিতে এটাকে বেশি শিক্তশিলী মনে হয় যে, সে খুশু (বনিম্রতা) অবলম্বন করবে এবং ধীরস্থরিতা বজায় রাখবে; কুরআন বহন করবে না। বরং বাম হাতেরে উপর ডান হাত রাখবে, এটি সুননত। অর্থাৎ সে তার ডান হাত বাম হাতেরে কব্জি ও বাহুর উপরে রাখবে এবং উভয় হাত বুকেরে উপর স্থাপন করবে। এটাই অগ্রগণ্য ও উত্তম অভিমত। কুরআন বহন করতে গেলে সে এসব সুননত পালন করতে পারবে না। হতে পারে তার অন্তর ও চোখ পৃষ্ঠা উল্টানো ও আয়াত তালাশে ব্যস্ত থাকবে; ইমামেরে তলিওয়াতে মনোযোগ দিতে পারবে না। তাই আমি মনে করি, সালাতে কুরআন বহন না-করাটাই সুননাহ। মুক্তাদি মনোযোগ দিয়ে, নীরব থেকে তলিওয়াত শুনবে; কুরআন বহন করবে না। (ইমাম আটকে গেলে) তার জানা থাকলে সে ইমামকে স্মরণ করিয়ে দিবে। না হলে অন্য কোনে মুক্তাদি স্মরণ করিয়ে দিবে। যদি ধরে নয়ো হয় যে, ইমাম তলোওয়াতে ভুল করেছে এবং তাকে কটে শুদ্ধ করিয়ে দেননি, তবে সেটো সূরা ফাতহি বাদে কুরআনেরে অন্য স্থানে হলে কোনে সমস্যা নহে। হ্যাঁ সূরা ফাতহিতে হলে সমস্যা আছে। কারণ সূরাফাতহি পাঠ করা ফরজ, যা অবশ্যই পাঠ করতে হবে। সূরা ফাতহি বাদে অন্য কোনে আয়াত যদি বাদ পড়ে যায় এবং মুক্তাদিরে কটে ইমামকে স্মরণ করিয়ে না দিয়ে তবে সমস্যা নহে। আর যদি প্রয়োজনরে কারণে কোনে একজন মুক্তাদি ইমামেরে জন্য কুরআন বহন করে তবে আশা করি তাতেও কোনে সমস্যা নহে। কিন্তু প্রত্যকে মুক্তাদি তার হাতে একটি করে কুরআন বহন করবে। এটাই সুননাহর (রাসূলেরে আদর্শরে) খলোফ।” সমাপ্ত

তঁাকে (বনি বাযকে) জিজ্ঞেসে করা হয়েছিলি:

কিছু কিছু মুসল্লী কুরআন শরফি খুলে ইমামেরে পড়া অনুসরণ করে- এতে কি কোনে সমস্যা আছে?



তিনি উত্তরে বলেন: “আমার নকিট যা অগ্রগণ্য বলে মনে হয় তা হল, এটনি-করা উচিতি। বরং উত্তম হল সালাত ও খুশুর (বনিম্রতার) দকি মনোযোগী হওয়া এবং দুই হাত বুকরে উপর বঁধে ইমামরে ক্বরি’আত পাঠরে দকি গভীর মনোনবিশে করা। কারণ আল্লাহ তাআলা বলছেন:

( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ )

“আর যখনকুরআন পাঠ করা হয়,তখন তা মনোযোগে দয়ি শোন এবং চুপ থাক,যাতে তোমরা রহমত লাভ কর।”[ সূরা আলআরাফ, ৭:২০৪]

এবং আল্লাহ তাআলা বলছেন:

( قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ . الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ )

“অবশ্যই মুমনিগণ সফল হয়েছে। যারা তাদের সালাতে বনিম্র।”[ সূরা আল-মু’মিনীন, ২৩:১-২]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন:

( إِنَّمَا جُعِلَ لِإِمَامٍ مَلِيُوتٌ تَمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا )

“নশ্চয়ই ইমামকে নযিক্ত করা হয়েছে যনে তাকে অনুসরণ করা হয়। তাই ইমাম যখন তাকবীর বলবনেতখন তোমরাও তাকবীর বলবে এবং ইমাম যখন তলোওয়াত করবনে তখন তোমরা নীরবতা অবলম্বন কর।”[সহীহ মুসলমি (৪০৪)] সমাপ্ত

[মাজমু ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে বায (১১/৩৪০-৩৪২)]

দখুন (10067) নং প্রশ্নরে উত্তর।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জাননে।